দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

গত বাজেটে বড় আকারের এডিপি ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও তা শেষ পর্যন্ত অর্জিত হচ্ছে না। ইতিমধ্যে এডিপি'র আকার সংশোধন করে কিছুটা ছোট করা হলেও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কমানোর বিষয়ে এখনো কোন ঘোষণা আসেনি

বড় বাজেট, বাড়তি আয়ের চাপ

● রিয়াদ হোসেন

আগামী ২ জুন সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নতুন বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আড়াই লাখ কোটি টাকা থেকে প্রায় ১৮ শতাংশ বাড়িয়ে অর্থমন্ত্রী চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট দিয়েছিলেন ২ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। তবে এবার মূল বাজেটে ১৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে (গতবারের ঘোষিত বাজেটের উপর) ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে। মেগা প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম জোরদার করতে 'মেগা প্রকল্প বাজেট' এবং 'ক্যাপিটাল বাজেট' নামে দুটি আলাদা বাজেট দেওয়ার চিন্তা রয়েছে অর্থমন্ত্রীর। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ধরা হচ্ছে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। গত বাজেটে বড় আকারের এডিপি ও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও তা শেষ পর্যন্ত অর্জিত হচ্ছে না। ইতিমধ্যে এডিপি'র আকার সংশোধন করে কিছুটা ছোট করা হলেও রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা কমানোর বিষয়ে এখনো কোন ঘোষণা আসেনি।

গত বছর জানুয়ারির শুরু থেকে দেশব্যাপী বিরোধী রাজনৈতিক জোটের ডাকা হরতাল অবরোধ আর সহিংস কর্মসূচী অর্থনৈতিক গতিধারাকে দারুণভাবে ব্যহত করেছিল। জুনে বাজেট বক্তৃতা দেয়ার সময় অর্থমন্ত্রীও এ ইস্যুতে কথা বলেছিলেন। তখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে 'শুভবুদ্ধির' উদয় আশা করে তিনি বলেছিলেন, জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুভ বুদ্ধিও উন্মেষ ঘটবে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। এতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নতুন বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। বাজেটের পর থেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষতি করতে পারে— এমন বড় ধরণের কোন সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তবুও গত এক বছরে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ আসলো না।

অর্থনীতিবিদরা বরাবরই বলে আসছেন, বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার ঘাটতি রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অবকাঠামো দুর্বলতার পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, সরকারের তরফে বিনিয়োগ নীতিমালায় দীর্ঘমেয়াদে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। তারা বলছেন; রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকলেও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগের জন্য এসব অনিশ্চয়তা ও বাধা দূর করতে হবে।

এর পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলছে ধীর গতিতে। গত নয় মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) মাত্র ৪১ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। বাদবাকী মাত্র তিন মাসের মধ্যে ৫৯ শতাংশ এডিপি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। বরাবরের মত বছরের শেষ সময়ে এসে দ্রুতলয়ে কাজ করতে গিয়ে কাজের মান ঠিক রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে

আপচয় হবে অর্থের।

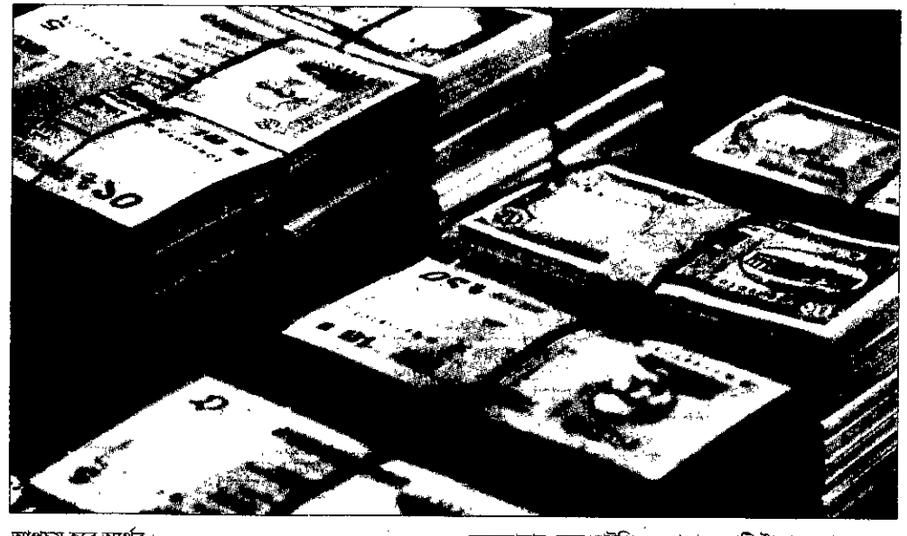

এতসব কিছুর মধ্যে রাজস্ব আদায়ে ধীরগতি কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করেছে। গত অর্থবছর প্রায় ২৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল ২ লাখ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ২৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ধরে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। আর এনবিআর বহির্ভূত কর ৫ হাজার ৮৭৪ কোটি ও কর ব্যতিত প্রাপ্তি ঠিক করা হয়েছিল ২৬ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা বাজেটের শুরুতেই এ লক্ষ্যমাত্রাকে অনেক বড় বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বছর শেষে ৪০ হাজার কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা চাইতে ঘাটতি হবে বলে আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, মার্চ পর্যন্ত এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ঘাটতি ১৫ হাজার কোটি টাকা আশে পাশে রয়েছে। কোম্পানি ও ব্যাংকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত রাজস্ব আসছে না। অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যেও আহামরি গতি নেই। বিনিয়োগ কম হওয়ায় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কম। সব মিলিয়ে ভ্যাট ও শুল্ক খাতেও রাজস্ব পিছিয়ে রয়েছে। অর্থবছরের শেষ দিকের তিন মাসে তুলনামূলক বেশি রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। সার্বিক পরিস্থিতি বলছে, এবার তাতেও ছন্দপতন হতে যাচ্ছে। ফলে বছর শেষের হিসাবে ঘাটতিটা বেশ বড়সড়ই হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে গতবারের ন্যায় এবারো রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা কাটছাঁট করতে হতে পারে। যদিও এখন পর্যন্ত অর্থমন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কোন তথ্য জানায়নি। তবে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস করি এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত। এনবিআরের জনবল ও কর্মপদ্ধতি ব্যাপক সংস্কার ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক থাকলে এবং রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিলে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। অন্যদিকে প্রবাসী আয়েও বড় ধরণের অগ্রগতি নেই। বিদেশে বাংলাদেশীদেও কর্মসংস্থানও কাঙ্ক্ষিত হাওে বাড়েনি।

অবশ্য এতকিছুর মধ্যে সরকারের জন্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সরকারের জন্য কিছুটা স্বস্তির। রপ্তানিকারকদেও দাবি অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী তৈরি পোশাকের কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়া স্বত্বেও গত জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে সার্বিক রপ্তানি ৯ শতাংশ বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ২ হাজার ৮শ' কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় স্বস্তি ছিল বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম ক্রমাগত কমতে থাকা। আমদানি নির্ভর হওয়ায় তেলের দাম অস্বাভাবিক কমে যাওয়ার সুবিধা বাংলাদেশ পেয়েছে। এই সুবিধা গ্রাহক পর্যায়ে না গেলেও গত কয়েক বছরে দেয়া বিশাল ভর্তুকি সরকার পূরণ করতে পেরেছে। সেই সঙ্গে এটি নতুন বাস্তবায়ন হওয়া সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন পরিশোধ ও পদ্মা ব্রিজের ব্যয়ের বড় ধাক্কা সামলাতে সহায়তা করেছে।

এদিকে বাজেটকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে প্রাকবাজেট আলোচনা এখন জমজমাট। এবারের বাজেট আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে নতুন ভ্যাট আইন। আইনটি আগামী জুলাই থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। কিন্তু ভ্যাটের হার কী হবে- এ নিয়ে ব্যবসায়ী ও সরকার স্পষ্টতই বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে। নতুন ভ্যাট আইনের প্রতিক্রিয়ায় রাজস্বে কী ধরণের প্রভাব তৈরি হয়, তা নিয়েও সরকারকে ভাবতে হচ্ছে। তবে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজস্বের আদায় ঠিক রেখে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর দাবি-দাওয়া যতটুকু পূরণ করা যায়।